W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 32 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 21. 05. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the 'Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 20.05.2018, the news item is captioned 'নির্দলের পাশে! সন্দেহেই জুতোর মালা'

Superintendent of Police, Paschim Medinipur is directed to enquire into the matter and to submit a report by 28th June, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt.20.05.2018

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

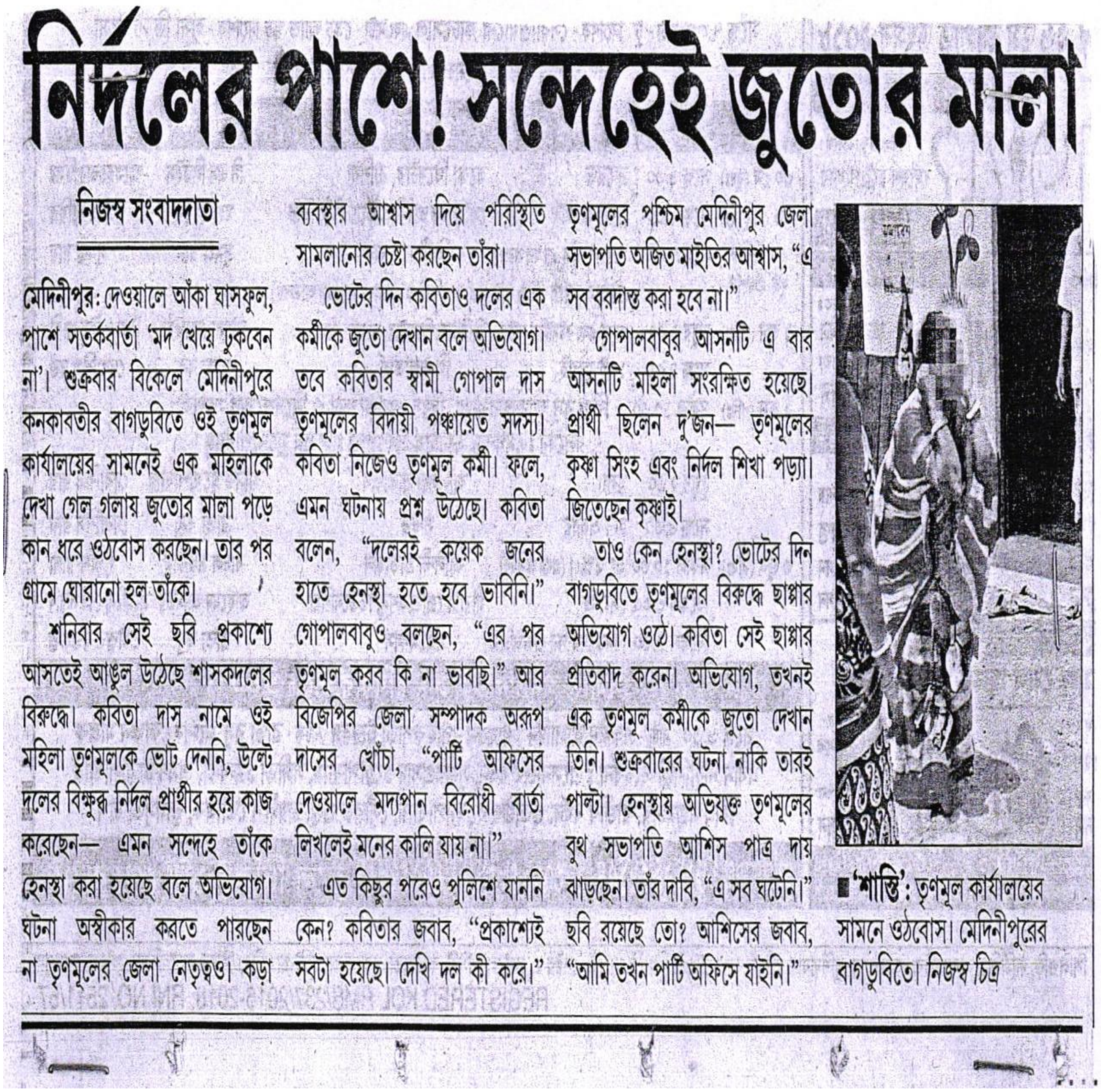

নির্দলের পাশে! সন্দেহেই জুতোর মালা

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুর: দেওয়ালে আঁকা ঘাসফুল, পাশে সতর্কবার্তা 'মদ খেয়ে ঢুকবেন না'। শুক্রবার বিকেলে মেদিনীপুরে কনকাবতীর বাগড়ুবিতে ওই তৃণমূল কার্যালয়ের সামনেই এক মহিলাকে দেখা গেল গলায় জুতোর মালা পড়ে কান ধরে ওঠবোস করছেন। তার পর গ্রামে ঘোরানো হল তাঁকে।

শনিবার সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই আঙুল উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। কবিতা দাস নামে ওই মহিলা তৃণমূলকে ভোট দেননি, উল্টে দলের বিক্ষুব্ধ নির্দল প্রার্থীর হয়ে কাজ করেছেন— এমন সন্দেহে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনা অস্বীকার করতে পারছেন না তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বও। কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছেন তাঁরা।

ভোটের দিন কবিতাও দলের এক কর্মীকে জুতো দেখান বলে অভিযোগ। তবে কবিতার স্বামী গোপাল দাস তৃণমূলের বিদায়ী পঞ্চায়েত সদস্য। কবিতা নিজেও তৃণমূল কর্মী। ফলে, এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে। কবিতা বলেন, "দলেরই কয়েক জনের হাতে হেনস্থা হতে হবে ভাবিনি।" গোপালবাবুও বলছেন, "এর পর তৃণমূল করব কি না ভাবছি।" আর বিজেপির জেলা সম্পাদক অরূপ দাসের খোঁচা, "পার্টি অফিসের দেওয়ালে মদ্যপান বিরোধী বার্তা লিখলেই মনের কালি যায় না।"

এত কিছুর পরেও পুলিশে যাননি কেন? কবিতার জবাব, "প্রকাশ্যেই সবটা হয়েছে। দেখি দল কী করে।" তৃণমূলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি অজিত মাইতির আশ্বাস, "এ সব বরদাস্ত করা হবে না।"

গোপালবাবুর আসনটি এ বার আসনটি মহিলা সংরক্ষিত হয়েছে। প্রার্থী ছিলেন দু'জন— তৃণমূলের কৃষ্ণা সিংহ এবং নির্দল শিখা পড়্যা। জিতেছেন কৃষ্ণাই।

তাও কেন হেনস্থা? ভোটের দিন বাগড়ুবিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পার অভিযোগ ওঠে। কবিতা সেই ছাপ্পার প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, তখনই এক তৃণমূল কর্মীকে জুতো দেখান তিনি। শুক্রবারের ঘটনা নাকি তারই পাল্টা। হেনস্থায় অভিযুক্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতি আশিস পাত্র দায় ঝাড়ছেন। তাঁর দাবি, "এ সব ঘটেনি।" ছবি রয়েছে তো? আশিসের জবাব, "আমি তখন পার্টি অফিসে যাইনি।"

■ **'শাস্তি'**: তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে ওঠবোস। মেদিনীপুরের বাগড়ুবিতে। *নিজস্ব চিত্র*